I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

আযোদিয়া সেঁন্দ্রা, সাঁওতাল জাতির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পরম্পরা

Gulan Chandra Murmu
Head Teacher, Usuldungri Primary School, M. A. in Bengali, WBSET Qualified, Purulia, West Bengal, India

Corresponding Author: *Gulan Chandra Murmu

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19484231

Abstract

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত 'আযোদিয়া বুরু' বা অযোধ্যা পাহাড়ে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা রাতে অনুষ্ঠিত 'আযোদিয়া সেঁন্দ্রা' সাঁওতাল জাতির একটি ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই নিবন্ধে 'সেঁদরা' শব্দের গভীর অর্থ, এর তিনটি শ্রেণিবিভাগ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিচারব্যবস্থা এবং সাঁওতাল সমাজে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 13-02-2026
- **Accepted:** 28-03-2026
- **Published:** 09-04-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 477-479
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Murmu G C. আযোদিয়া সেঁন্দ্রা, সাঁওতাল জাতির ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পরম্পরা. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):477-479.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: আযোদিয়া সেঁন্দ্রা, সাঁওতাল, অযোধ্যা পাহাড়, ল-বীর বাঈসী, সুতান টান্ডি, দিহরী বাবা, পুরুলিয়া

© 2026 Gulan Chandra Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত জঙ্গল ও পাহাড় ঘেরা অতি মনোরম নির্জন পরিবেশে বিশুদ্ধ, মুক্ত বায়ুর সমাগমে ভরপুর স্থানটির নাম **'আযোদিয়ী বুরু বা অযোধ্যা পাহাড়'**। (যা সাঁওতালিতে আযোদিয়ী বা আয়দেয়া বলা হয়ে থাকে, অবশ্য শব্দ দুটির গূঢ়ার্থ রয়েছে।)

অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অযোধ্যা পাহাড় বা আযোদিয়া বুরুতে ভারত তথা দেশের বাইরে থেকেও বহু আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা, এমনকি অ-আদিবাসিদেরও প্রচুর সমাগম ঘটে থাকে, বছরের একটি নির্দিষ্ট দিন বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা রাতে আযোদিয়া সেঁন্দ্রায় অংশগ্রহণ করে।

২. সেঁন্দ্রার শ্রেণিবিভাগ

সেঁন্দ্রা তিন রকম শ্রেণিবিভাগে বিভাজিত:

১) পুর সেঁন্দ্রা
২) জারপা সেঁন্দ্রা
৩) গিরা সেঁন্দ্রা — সর্বশেষ সেঁন্দ্রা হচ্ছে এই আযোদিয়া সেঁন্দ্রা।

৩. 'শিকার' ও 'সেঁদরা' শব্দের পার্থক্য

'শিকার' আর **'সেঁদরা'** শব্দ দুটির মধ্যে বহুল পার্থক্য রয়েছে। শিকার শব্দের অর্থ পশু হত্যা আমরা সকলেই অবগত, কিন্তু **'সেঁদরা'** শব্দের মধ্যে রয়েছে — অন্বেষণ, খোঁজ করা, বা তল্লাশি করা, বা রিসার্চ করা, সাক্ষাৎ হওয়া।

বংশ পরম্পরায় তাঁদের ধর্মীয় ও জাতিগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের 'সেঁদরা' নামক শব্দের দ্বারা মিলিত হবার সুযোগ্য স্থান তারা বেছে নিয়েছে অযোধ্যা পাহাড়ের **সুতান টান্ডি**তে।

৪. ল-বীর বাঈসী — সাঁওতাল সমাজের সুপ্রিম কোর্ট

এই 'সেঁদরা' নামক শব্দের মধ্যে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের মধ্যে 'ভ্রাতৃত্বের ভাব' বজায় রাখা ও ধর্মীয়ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তাদের পরম্পরা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখা।

'সুতান টান্ডি'তে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা মাঝি পারগানা ও জনগণদের নিয়ে **'ল-বীর বাঈসী'** বসে। তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক কাঠামোর সংযোজন-বিয়োযোজন করে থাকে। এই 'ল-বীর বাঈসী'তে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমগ্র সাঁওতাল সমাজে নির্দেশিত হয়।

কোনো ব্যক্তির সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় গুলি বিভিন্ন স্তরে — গ্রাম স্তর (আতু মাঝী), বার্ মাঝী (দুই গ্রামের মধ্যে), পড়শি/চার মাঝী (চার গ্রামের মধ্যে), পিড়স্তর (অঞ্চল), মুলুক পারগানা (ব্লক স্তর), তল্লাট পারগানা (মহকুমা স্তর), এবং জেলা স্তরে মিমাংসা না হলে **'ল-বীর বাঈসী বিচার'** সুতান টান্ডিতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যোগদানকারি পারগানাদের সম্মুখে বিচার বিশ্লেষণ করে মিমাংসা করে থাকে। এই জন্যই আযোদিয়ার **'ল-বীর বাঈসী'** সাঁওতাল সমাজের **সুপ্রিম কোর্ট** হিসাবে মান্যতা পায়।

৫. তীরধনুক — ধর্মীয় প্রতীক ও আত্মরক্ষার অস্ত্র

তির-ধনুক, বল্লমের মতো জাতিগত অস্ত্রগুলি আত্মরক্ষার তাগিদে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এই তীরধনুক ধর্মীয় রীতিনীতির এক গভীর অংশ — শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তার মাথার সামনে রেখে দেওয়া হয় জীবন অতিবাহিত করার পথে আত্মরক্ষার কবজ হিসেবে।

বিবাহকালে ছামড়ার তলে মধ্যস্থানে তীরধনুক, তরবারি সাথে আম, মহুল ডাল না রাখা হলে বিবাহটাই অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আর এই অস্ত্র দিয়েই ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে জয়লাভ করা হয়েছে — **১৭৮৪ সালে বাবা তিলকা মাঝী** (ভারতের প্রথম শহিদ স্বাধীনতা সংগ্রামী) এবং **১৮৫৫ সালে সিধু-কানু, চাঁদ, ভৈরো, ফুলো, ঝানোদের** হাতে।

৬. সেঁদরা সফরের রীতিনীতি ও নিয়মাবলি

সফরে যাওয়ার আগে গ্রামের মাঝীবাবার নিকট পরামর্শ করে সঙ্গী সাথীর সাথে মিলিত হয়ে যাওয়ার দিনে গ্রামের মাঝীথানে সকলে প্রণাম প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে জাতীয় অস্ত্র তীরধনুক, শুকনো খাবার, জল, চাল, ডাল প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে।

স্ত্রী বা মায়ের পালনীয় নিয়মাবলি

বাড়িতে তাঁদের ধর্মপত্নি সেই সফরের রাস্তা যাতে শুভ হয় বা সুস্থ শরিরে ফিরে আসে এই মঙ্গলকামনায় কঠিন নিয়মের পবিত্র ও সৎ গণ্ডিতে রয়ে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন:

১. বাড়ির দেবস্থানে কাঁসা ঘটির পূর্ণ জল রেখে বিপদ আপদের সংকেত অনুমান করেন।

২. যতদিন না ফিরে আসে ততদিন মাথায় চিরুন করেন না — যাতে ঘন অরণ্য গভীর জঙ্গলে বিভিন্ন হিংস্র প্রাণির কবলে না পড়েন।

৩. সুদীর্ঘ জঙ্গল পথে যাতে পায়ে ঠোকর না পড়ে, পায়ে কাঁটা না ফোঁড়ে তার জন্য বাড়িতে কোনো জিনিস কাউকে দেয় না, এমনকি ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত মানা থাকে।

৭. পাহাড়ে আরোহণ ও পূজা অর্চনা

অযোধ্যা পাহাড়ে প্রথমদিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার পূর্বদিনে পাহাড়ের উপর পদার্পণ করে **ঞ্জিদিরঘুটু** নামক স্থানে (এদেলবেড়া গ্রামের সন্নিকটে) এক কুন্ডলী আকারের পাথর বুক পর্যন্ত তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এই শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে তাকে সবাই মিলে পুরুষত্ব হিসাবে অভিনন্দন করে।

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত হওয়া দিশুওয়া (অভিযানকারীরা) বিশ্রাম করে খাবার রান্না করে এবং **'গলবুনুম', 'আতেন ধিরি' (হাতি খুন্টাও ধিরি), 'মারাংবুরু পাঞ্জা চাটানি'** নামক দেবস্থানে আযোদিয়ার **'দিহরী বাবা'** পূজা অর্চনা করেন, যাতে দূর দূরান্ত থেকে আগত পথিকদের জঙ্গল সফরে কোনো রকম হিংস্রপ্রাণী ও অন্যান্য বিপদ-আপদে সম্মুখিন না হতে হয়।

ভোর ৪টা থেকে জঙ্গলে প্রবেশ করে ধমসা, সিঙ্গা, ঘন্টা বাজিয়ে প্রবেশ করা হয় যাতে বন্যপ্রাণী সরে যেতে পারে। জঙ্গলের ভিতরে বিভিন্ন লতাপাতা, ফলমূল, ঔষধি গাছগাছড়ার শিকড়

© 2026 Gulan Chandra Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

সংগ্রহ করার জন্য পূজারিরা (সেঁদরা গুরুরা) গাছের গোড়াতে বনদেবতাকে ও ঝরনাতে **'সাতবহনি'** নামক দেবিদের আয়নম, কাজল, সিঁদুর, লাড্ডু, চিড়া, মহুয়া ফুলের রস দিয়ে পূজা অর্চনা করার পর জঙ্গলের ফল, মূল সংগ্রহ করতে করতে সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সুতান টান্ডিতে মিলিত হয়।

৮. প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের আত্মিক সম্পর্ক

'সুতান টান্ডি'তে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিচয় হয়, তেমনি নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতির বিভিন্ন গাছগাছড়ার সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর্ব সম্পন্ন হয়।

আদিবাসীদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যে সব প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা হয়, তার বেশিরভাগই পাহাড় জঙ্গল থেকে আহরিত — যেমন **শাল গাছের পাতা ও ধুনা, আসন গাছের পাতা, কেন্দু গাছ, শেকরেছ গাছ, ভেলা, হরিতকি, জাম, আম, মহুল** প্রভৃতি গাছ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন পড়ে।

আর এই জন্যই হয়তো শ্রেষ্ঠ দেবতা **'মারাং বুরু'** নামের মধ্যে পাহাড় জঙ্গলের গাছ, পাথর অদৃশ্য যোগসাধনের স্পষ্ট আভাস অনুভূত হয়।

তথ্যসূত্র

পত্রিকা রেফারেন্স (Journal/Print Sources):

1. Non-Stop Express Patrika. 2021 Jul 26; (11):2.
2. Sar Sagun Patrika. 2024 Mar 7; (5).
3. Sar Sagun Patrika. 2024 Jun 7; (11):4.
4. Sar Sagun Patrika. 2025 Apr 9; (7):2.
5. রতন লাল হাঁসদা, পুরুলিয়া জেলা পারগানা, ভারত: personal communication, 2021.
6. শশীকান্ত মুর্মু, প্রফেসার, লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজ এবং পুরুলিয়া জেলা সুশারিয়া, ভারত: personal communication, 2022.
7. শ্যামসুন্দর মান্ডি, আযোদিয়া বুরু দিহরী বাবা, গ্রাম এদেলবেড়া, পো: অযোধ্যা পাহাড়, থানা বাগমুন্ডি, পুরুলিয়া: personal communication, 2023.
8. রামদাস মান্ডি, সম্পাদক, আযোদিয়া খেরওয়াল মহল মার্শাল মাডওয়া, গ্রাম: হারাদাগ, বসবাস: কুইলাপাল, বান্ধয়ান, পুরুলিয়া: personal communication, 2023.
9. প্রলয় হাঁসদা, BL & LRO, ঝাড়গ্রাম: personal communication, 2022.
10. নকুল চন্দ্র বাস্কে, বাঘমুন্ডি মুলুক পারগানা, ভারত, জাকাত মাঝি পারগানা মহল, গ্রাম: ছাতনি, পো: অযোধ্যা, থানা: বাঘমুন্ডি, জেলা: পুরুলিয়া: personal communication, 2024.
11. বিভাস চন্দ্র হেমব্রম, শিক্ষক ও পুরুলিয়া জেলা পারাণিক, ভারত, জাকাত মাঝি পারগানা মহল: personal communication, 2024.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the corresponding author

Gulan Chandra Murmu is the Head Teacher at Usuldungri Primary School, Purulia, West Bengal. Holding an M.A. in Bengali and qualified in WBSET, he is dedicated to primary education and language development. His interests include Bengali literature, pedagogy, and rural education, contributing to academic growth and community-based learning initiatives.

© 2026 Gulan Chandra Murmu. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/